بسم الله الرحمن الرحيم

খিলাফত রাষ্ট্র ধ্বংসের একশ বছর (রজব ১৩৪২ - রজব ১৪৪২ হিজরী)

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, "...অতঃপর আবার আসবে খিলাফতের শাসন, নবুয়্যতের আদলে"

মুসলিম উম্মাহ্'র প্রতি হিযবুত তাহ্রীর-এর আহ্বান, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রদত্ত সুসংবাদ বাস্তবায়নে খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজে যোগ দিন

মুসলিম উম্মাহ্'র তেরশ বছরের গৌরবোজ্জ্বল খিলাফত রাষ্ট্রকে কাফির সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন বিশ্বাসঘাতক ধর্মনিরপেক্ষ কামাল "আতাতুর্ক"-এর প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় ১৩৪২ হিজরী তথা ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ধ্বংস করে। খিলাফত রাষ্ট্র ধ্বংসের পর, পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র সমগ্র বিশ্বজুড়ে, বিশেষতঃ মুসলিমদেশগুলোতে জনগণের ঘাড়ে চেপে বসে সমগ্র বিশ্বকে স্থায়ী দূরাবস্থার মধ্যে নিমজ্জিত করে। পশ্চিমারা সারাবিশ্বের সম্পদ কুক্ষিগত ও লুণ্ঠন করে, জনগণকে বাস্তুচ্যুত করে এবং দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। খিলাফত রাষ্ট্র হারিয়ে এবং আল্লাহ্ বিবর্জিত আদর্শ তথা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আইন দ্বারা শাসিত হয়ে মুসলিম উম্মাহ্ তার সম্মান, মর্যাদা, নিরাপত্তা ও শত্রুর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার ঢাল হারিয়ে ফেলে; সেইসব ইসলামী চিন্তাবিদদের হারিয়ে ফেলে যারা সত্যকে সুউচ্চে তুলে ধরতে আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করতেন না; উম্মাহ্'র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যসকল শারী'আহ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা জব্দ করা হয়। কাফির সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠী আমাদের দেশসমূহের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও সম্পদ লুণ্ঠন করেও সন্তুষ্ট হয়নি, বরং তারা মুসলিমদের রক্তের বন্যা বইয়েছে, আমাদের ভূ-খন্ডগুলোতে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। বর্তমানে ইয়েমেন, লিবিয়া, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, কাশ্মির, চেচনিয়া ও মিয়ানমার বিশ্ববাসীর সম্মুখে জ্বলন্ত উদাহরণ যেখানে অবিরামভাবে মুসলিমদের রক্ত ঝরছে এবং চরম দারিদ্রতা সেখানে গ্রাস করেছে। এমনকি এই কাফির সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠী আল্লাহ্, তাঁর মহান কিতাব, তাঁর রাসূল (সাঃ), রাসূলুল্লাহ্'র পবিত্র সুন্নাহ্, সম্মানিত সাহাবা (রা.) এবং মুসলিমদের মসজিদসমূহকে বারবার অবমাননা করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে।

শুধু তাই নয়, ইসলামের পুনঃজাগরণ প্রতিহত করতে এবং মানবজাতির মধ্যে ইসলামের বিস্তার রুখতে পশ্চিমারা কোন প্রচেষ্টাই বাদ রাখেনি, যার মধ্যে রয়েছে ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা এবং এটিকে পশ্চাদপদ ও নারীর প্রতি অবিচারকারী জীবনব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করা; ইসলামকে জঙ্গীবাদের সাথে সম্পৃক্ত করে ইসলামের রাজনৈতিক কর্মীদের জনবিচ্ছিন্ন করা এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামফোবিয়া (ইসলামভীতি) তৈরি করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের আগ্রাসনকে ন্যায়সঙ্গত করার অপচেষ্টা করা। আজ যদি খিলাফত রাষ্ট্র থাকতো, পশ্চিমা কাফিররা বিশ্বব্যাপী তাদের আগ্রাসন সম্প্রসারিত করতে এবং পৃথিবীতে তান্ডবলীলা চালাতে সক্ষম হতো না, যে ধ্বংসলীলা থেকে গাছপালা এবং পশুপাখিও রেহাই পায়নি; বরং মুসলিম উম্মাহ্'র উপর কাফিরদের আগ্রাসনতো দূরের কথা, খলীফা বিশ্বব্যাপী নিপীড়িতের সাহায্যে তার সেনাবাহিনী অভিযানে প্রেরণ করতেন এবং পৃথিবীতে ইসলামের ন্যায়বিচারকে ছড়িয়ে দিতেন।

হে মুসলিমগণ, আপনারা হলেন একমাত্র নেতৃত্বশীল জাতি, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **"তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎকাজে আদেশ করবে আর অসৎকাজে বাধা প্রদান করবে এবং আল্লাহ্'র উপর দৃঢ় ঈমান রাখবে।"** [সূরা আলি-ইমরান : ১১০]। তাই আপনারা 'ওয়াসাত' উম্মাহ্ অর্থাৎ শেষ নবীর উত্তরসূরী হিসেবে একটি ন্যায়নিষ্ঠ জাতি, যাদেরকে মানবজাতির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **"এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে 'ওয়াসাত' উম্মাহ্ করেছি যাতে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলীর জন্য এবং রাসুল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য।"** [সূরা আল-বাকারা : ১৪৩]। খলীফা আবু বকর (রা.) থেকে শুরু করে খলীফা দ্বিতীয় আব্দুল মজিদ (১৩৪২ হিজরী তথা ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ্ খিলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমেই এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। খলীফা ওমর (রা.) জেরুজালেম বিজয়ের মাধ্যমে মুসলিমদের প্রথম কিবলা 'আল-আক্সা' মুসলিমদের জন্য উন্মুক্ত করেছিলেন যা বর্তমানে ইহুদিদের দ্বারা প্রতিনিয়ত অপবিত্র হচ্ছে এবং তাদের হাত মুসলিমদের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে; খলীফা আল-ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের নির্দেশে সেনাপতি মোহাম্মদ বিন কাশিম ৭১১ খ্রিস্টাব্দে অত্যাচারী উগ্র-হিন্দুত্ববাদী রাজা দাহিরকে পরাজিত করে ভারতবর্ষে স্বর্ণযুগের সূচনা করেছিলেন; খলীফা মুহ্তাসিম বিল্লাহ্ রোমান সৈনিকের হাতে একজন মুসলিম নারীর অবমাননার জবাবে সেখানে সেনাঅভিযান প্রেরণ করে ৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্য থেকে আমুরিয়া দখল করে নিয়েছিলেন; ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে কন্সটান্টিনোপল বিজয়ের মাধ্যমে খলীফা মোহাম্মদ আল-ফাতেহ্ রোমান সম্রাট কন্সটান্টিনের অত্যাচার থেকে সেখানকার জনগণকে রক্ষা করেছিলেন; খলীফা প্রথম আব্দুল মজিদ আয়ারল্যান্ডের মহাদুর্ভিক্ষের সময় (খ্রিস্টাব্দ: ১৮৪৫-১৮৫২) বৃটিশ রাণীর নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সেখানকার ক্ষুধার্ত জনগণের সাহায্যার্থে খাদ্য বোঝাই পাঁচটি জাহাজ দ্রগেদা সমুদ্র বন্দরে প্রেরণ করেছিলেন; ১৮৯০ সালে খলীফা আব্দুল হামিদ ফ্রান্স ও বৃটেনকে যুদ্ধ ঘোষণার হুমকি দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে অবমাননা করে নির্মিত নাটক প্রদর্শন বন্ধ করতে বাধ্য করেছিলেন; এগুলো হলো খিলাফত রাষ্ট্রের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কিছু উদাহরণমাত্র, যার মাধ্যমে বুঝা যায় কিভাবে মুসলিম উম্মাহ্ 'উম্মাতুন ওয়াসাতা' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিল। মুসলিম উম্মাহ্ এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শিক্ষা, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, অবকাঠামো-যোগাযোগ-স্থাপত্যসহ সভ্যতার সকল মানদন্ডে পৃথিবীর শীর্ষ অবস্থানে ছিল, যার উপর ভিত্তি করেই পশ্চিমাদের তথাকথিত সভ্যতার সূচনা হয়, যা নিয়ে আজ পশ্চিমাদের এত দম্ভ! খিলাফত ধ্বংসের সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহ্ তার শাসনকর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে এবং পশ্চিমারা আমাদের কাঁধের উপর দালাল রুওয়াইবিদাহ্ (অজ্ঞ-নির্বোধ) শাসকদের চাপিয়ে দিয়ে আমাদের উপর তাদের আধিপত্য নিশ্চিত করে। সুতরাং আমাদেরকে 'উম্মাতুন ওয়াসাতা'-এর দায়িত্ব পালন করতে হলে এই রুওয়াইবিদাহ্ শাসকদের কাছ থেকে শাসনকর্তৃত্বকে পুনরুদ্ধার করে উম্মাহ্'র তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব একজন খলীফার নিকট অর্পণ করতে হবে, কারণ **"খলীফা হচ্ছেন অভিভাবক এবং তিনি তার নাগরিকদের জন্য দায়িত্বশীল।"** [সহীহ্ বুখারী]

প্রখ্যাত ইমামগণ এই বিষয়ে একমত যে, খিলাফতের শাসনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা একটি ফরয দায়িত্ব এবং মুসলিমদের একজন খলীফা থাকা আবশ্যক যিনি তাদের সামগ্রিক জীবনকে আল্লাহ্'র দ্বীন দ্বারা পরিচালনা করবেন; এসকল ইমামগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন – আল জুওয়াইনি, ইবনে হাজম, আল-মাওয়ার্দি, ইবনে হাজর আল-আসকালানি, আল-হায়তামি, ইবনে খালদুন, আল-নাসফি, আল-গজনবী, আল-কুরতুবী, ইবনে তাইমিয়্যাহ, আল-শাওকানি, ইবনে আ'শুর, আল-জাজিরি। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, **"যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো যে তার কাঁধে খলীফা'র আনুগত্যের বাই'আত নেই,**

তার মৃত্যু যেন জাহিলী যুগের মৃত্যু।" [সহীহ্ মুসলিম]। তাই প্রত্যেক মুসলিমকে অবশ্যই খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক সংগ্রামে নিয়োজিত হতে হবে।

হে মুসলিমগণ, আপনারা জানেন, **হিযবুত তাহ্‌রীর** প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আতা-বিন-খলিল আবু আল-রাশতা'র নেতৃত্বে নবুয়্যতের আদলে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার কাজ করে যাচ্ছে। **হিযবুত তাহ্‌রীর** হচ্ছে সেই নেতৃত্ব যে তার জনগণকে মিথ্যা বলেনা এবং এটি মুসলিম উম্মাহ্'র মধ্যে ৬০ বছরেরও বেশী সময় ধরে কাজ করছে, উম্মাহ্'র পুনর্জাগরণ এবং ইসলাম দ্বারা উম্মাহ্'র তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করতে জান-মাল ও মূল্যবান ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছে। আর এটাই হচ্ছে একমাত্র দল যার নিকট রয়েছে ইসলাম দিয়ে মানবজাতির সকল সমস্যা সমাধান করার সঠিক পদ্ধতি। **হিযবুত তাহ্‌রীর** উম্মাহ্'র সামনে বিস্তারিত তুলে ধরেছে, ইসলাম কিভাবে রাষ্ট্রের নাগরিকদের মৌলিক চাহিদাসমূহ, যেমন অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান, শিক্ষা-চিকিৎসা-নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে, অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক মর্যাদা অর্জন ও ন্যায়বিচারকে ছড়িয়ে দিয়েছে, অত্যাচারিতের সাহায্যে ও নিপীড়িতের মুক্তির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়েছে, স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিত্তিক স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে, অমুসলিমদের অধিকার রক্ষা করার জন্য তাদেরকে খিলাফত রাষ্ট্রের মজলিস-আল-উম্মাহ্'তে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিয়েছে। তাই ইসলাম দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য **হিযবুত তাহ্‌রীর** কুর'আন ও সুন্নাহ্'র ভিত্তিতে খিলাফত রাষ্ট্রের সংবিধান (খসড়া) প্রণয়ন করেছে এবং উক্ত সংবিধানে সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামোকে তুলে ধরেছে। সর্বোপরি, আল্লাহ্'র ইচ্ছায় খিলাফত রাষ্ট্র পরিচালনায় **হিযবুত তাহ্‌রীর** সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

হে মুসলিমগণ, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, **"...অতঃপর আবার আসবে খিলাফতের শাসন, নবুয়্যতের আদলে।"** [মুসনাদে আহমদ]। এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদেরকে নবুয়্যতের আদলে খিলাফতের প্রত্যাবর্তনের সুসংবাদ দিয়েছেন, যা জমীনে আবারও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে এবং বর্তমান যুলুম ও জাহিলিয়্যাত বিতাড়িত করবে। আপনারা জানেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুসংবাদসমূহ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র পক্ষ থেকে ওয়াদা। আর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ওয়াদা আপনাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই বাস্তবায়ন হবে, কারণ **"নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না ঐ জাতি নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।"** [সূরা আর-রা'দ : ১১]। এটাই হচ্ছে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পরিবর্তনের পদ্ধতি। সুতরাং আপনাদেরকে বর্তমান দুর্বল ও অধঃপতিত অবস্থা থেকে মুক্ত হতে অবশ্যই আল্লাহ'র কিতাব ও রাসূলুল্লাহ্'র সুন্নাহ'তে ফিরে যেতে হবে এবং খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর সাথে কাজ করতে হবে। আপনারা প্রত্যক্ষ করছেন, বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এবং ইসলামের পুনঃজাগরণ ও খিলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঠেকাতে কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যর্থতাও এখন সুস্পষ্ট। মুসলিম উম্মাহ্'র প্রতি **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর আহ্বান, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রদত্ত সুসংবাদ বাস্তবায়নে খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজে যোগ দিয়ে আপনারা ঈমানী দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হউন।

"তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন, যেরূপ তাদের পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা শুধু আমারই বন্দেগী করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। অতঃপর যারা কুফরী করবে তারাই আসলে ফাসেক।" [সূরা আন-নূর : ৫৫]

০৪ রজব, ১৪৪২ হিজরী
১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

www.ht-bangladesh.info | contact@ht-bangladesh.info

হিযবুত তাহ্‌রীর/উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিসের সাথে যোগাযোগের তথ্য: htmedia.bd@outlook.com

হিযবুত তাহ্‌রীর/উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ